Programme Outcome & Course Outcome
Of
CBCS Syllabus

Department of Bengali

PROGRAM OUTCOME

Objectives:

- Educate students in both the artistry and utility of the Bengali language through the study of literature.
- Provide students with the critical faculties necessary in an academic environment, on the job, and in an interdependent world.
- Graduate students, who are capable of performing research, analysis and criticism of literary texts from different historical periods and genres.
- Assist students in the development of intellectual flexibility, creativity and cultural literacy, so that they may engage in life-long learning.

Outcomes:

- Students should be familiar with representative literary and cultural texts within a significant number of historical, political, geographical and cultural contexts.
- Students should be able to apply critical and theoretical approaches to the reading and analysis of literary and cultural texts in multiple genres.
- Students should be able to identify, analyze, interpret and describe the critical ideas, values and themes that appear in different literary texts.
- Students should be able to write analytically in variety of formats including descriptive writing, research papers and reflective writing.
- Students should be able to ethically gather and synthesize information from a variety of written and electronic sources.
- Students should be able to synchronize technology with literature.

COURSE OUTCOME:

১) প্রাগাধুনিক সাহিত্য পাঠ ১ > বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় লাভ সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্রমবিকাশের পথে আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যধারা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যপূরণে এই পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখানে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলির প্রাক্ চৈতন্য যুগের পদ রচনার সঙ্গে পরিচিত হবে।

২) প্রাগাধুনিক সাহিত্য পাঠ ২ > বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় লাভ সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্বে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলি অন্নদামঙ্গল কাব্য আর শাক্ত পদের বিষয়ে জানবে। বাঙালির সমাজ , ধর্ম ও সংস্কৃতির বিবর্তনের গতিরেখা অনুধাবন করতে পারবে এই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার পর।

৩) বাংলা ভাষা পরিচয় > সাহিত্যের শিক্ষার্থী হিসাবে বাংলা ভাষাতত্ত্ব , ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। এই পাঠক্রম সেই লক্ষ্যপূরণে সমর্থ।

৪) বাঙালির সামাজিক ও সংস্কৃতিক পরিচয় > বাংলাভাষার উদ্ভবের কাল থেকে ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের গতিরেখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোই এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। বাঙালির ইতিহাস , জনজীবন ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রবণতাগুলো সম্পর্কে এখানে জানা যাবে।

৫) লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য > বাঙালি ও তার সংস্কৃতিকে জানতে গেলে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের পাঠ গ্রহণ জরুরি। বাংলার সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্যের থেকে নির্বাচিত কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে পড়ুয়াদের চর্চার জন্য রাখা হয়েছে। বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ তৈরি করবে ও ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণায় উৎসাহিত করবে।

৬) ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব > সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কবিতার ছন্দ , অলঙ্কার এবং ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই পাঠ্যক্রম সেই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এই পাঠ্যক্রম তাদের কাব্যবোধ ও রুচিকে গড়ে তুলবে।

৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)/বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) > বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের কাল থেকে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটবে এই পাঠক্রমে। সাহিত্যের রসাস্বাদনের পর এর প্রধান প্রধান ধারাগুলি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেবে এই পাঠক্রম।

৮) আধুনিক বাংলা সাহিত্য : সূচনা পর্ব > ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনমান সাহিত্যে যে আধুনিকতার সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এখানে পরিচয় ঘটবে। মহাকাব্য , গীতিকাব্য, নক্সা জাতীয় রচনা ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যে কীভাবে এই আধুনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, তা শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারবে।

৯) রবীন্দ্রসাহিত্য > বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। এশিয়া মহাদেশে সাহিত্যের প্রথম নোবেল প্রাপক এই কৃতি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিরাজিকে সংক্ষেপে পরিক্রমা করে নেবার সুযোগ আছে এই পাঠক্রমে। মূলত বাংলা ছোটোগল্পের স্রষ্টা , অসংখ্য কবিতার রচয়িতা ও উপন্যাসের রূপকার রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতিভাত হবেন।

১০) আধুনিক বাংলা সাহিত্য : প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব > আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা , সূচনা ও বিকাশ পর্বের বাংলা প্রবন্ধ এবং উপন্যাস সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সৃষ্ট উপন্যাস পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখানে স্বাধীনতাপূর্ব কালের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

১১) আধুনিক বাংলা সাহিত্য : স্বাধীনোত্তর পর্ব > আধুনিক সময়ের জটিলতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব, প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত, নর-নারীর প্রেম-সঙ্কট ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রয়েছে বর্তমান পাঠক্রমে। আধুনিক জীবনযাত্রার নানা প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গড়ে উঠবে।

১২) সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ > সাহিত্যের নানা সংরূপের (Genre) আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সমালোচনা সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কেও অবহিত হতে পারবে। শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা গঠন করে সমালোচক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

১৩) পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা > আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা ও রচনার বোধ অসম্পূর্ণ থাকে পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে। সেই লক্ষ্য পূরণে এই পাঠক্রম সমালোচনার রীতি ও ধারা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে শিক্ষার্থীরা।

১৪) জীবনী সাহিত্য ও স্মৃতিকথা > বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জীবনী , আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা। বর্তমান পাঠক্রমে শিক্ষার্থীরা এই ধারা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবে। ব্যক্তি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তি জীবনের একটি বিশেষ পর্বকে জানার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ রচিত স্মৃতিচিত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

১৫) শিশু ও কিশোর সাহিত্য > বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সুগভীর ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমান পাঠক্রমে এই বিশেষ সাহিত্য ধারার বৈশিষ্ট্য জানার সুযোগ রয়েছে। কয়েকটি নির্বাচিত পাঠ অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা বাংলা শিশু সাহিত্যের আঙ্গিকগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে। কল্পবিজ্ঞান এবং ফ্যান্টাসি জাতীয় রচনার সঙ্গেও তারা পরিচিত হবে।

১৬) উত্তরপূর্ব বা পূর্বোত্তরের বাংলা সাহিত্য > ভারতের উত্তরপূর্বে বাঙালিদের বসবাসের একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, এতদঞ্চলের পরিবেশ তথা মানুষজন , সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ভৌগোলিক অর্থনীতির একটি বিশেষ পরিসর বাংলা সাহিত্যে গড়ে দিতে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে তাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার অবকাশকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

১৭) প্রতিবেশী ও অনুবাদ সাহিত্য > ভারতীয় সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যকে জানার পাশাপাশি সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য , বিশেষ করে অসমিয়া , ওড়িয়া এবং হিন্দি সাহিত্যের নির্বাচিত পাঠে এই এ-সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে ও শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক অধ্যয়নে আগ্রহ তৈরি করবে।

১৮) গবেষণামূলক সন্দর্ভ লিখন > শিক্ষার্থীদের সাহিত্যিক গবেষণা সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়-ভাবনাকে সুষ্ঠ ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। আধুনিক বাঙালির চিন্তা-চেতনার বাহক হিসাবে বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়নের পাশাপাশি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

১৯) পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি ও প্রুফ সংশোধন > সাহিত্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে তার ক্রমবিস্তারে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত ধারণা গড়ে উঠবে শিক্ষার্থীদের। লেখার ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জেনে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে এই পাঠক্রমে।

২০) অনুবাদ চর্চা > এই পাঠক্রমে রয়েছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ। তুলনামূলক অধ্যয়ন বা গবেষণা , বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ , সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় অনুবাদকের কাজ করার জন্য প্রাথমিক জ্ঞান লাভের সুযোগ এখান থেকে শিক্ষার্থীরা নিতে পারবে। অনুবাদের কর্মশালাগুলো শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ করে তুলবে।

২১) চিত্রনাট্য রচনা ও বাংলা সাহিত্য > এই পাঠক্রমটিও কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নাটক, চলচ্চিত্র, টি. ভি ধারাবাহিক ইত্যাদির গভীর যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে এই ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে এবং পেশা হিসাবে একে গ্রহণ করতে পারবে।

২১) ব্যবহারিক বাংলা > বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাষা গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান। এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের সেই সুযোগ এনে দেবে। শিক্ষার্থীরা ভাষা জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে তাকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল ভাবে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে শিক্ষার্থীরা।